অধ্যায় ১(খ)

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (Institutional Planning)

ভূমিকা ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধি ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনা ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় সিস্টেম পদ্ধতির প্রয়োগ ● প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকা ● অপচয় ও অনুন্নয়ন ● অপচয় ও অনুন্নয়নের কারণ ● অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ভূমিকা।

◆ ভূমিকা (Introduction) ঃ

জীবনের যে-কোনো কাজে এগিয়ে যেতে হলে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে যদি সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা করা একান্ত প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর শিক্ষার উন্নয়নে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন সময় জাতীয় শিক্ষানীতি (National Policy of Education) ঘোষিত হয়েছে। এইসব শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সাধারণভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত হয় বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে। এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনা করা হয়ে থাকে। তারপর রাজ্যস্তর, জেলাস্তরের মাধ্যমে সর্বনিম্ন স্তর বা বিদ্যালয় শিক্ষা-পরিকল্পনা (Institutional Planning) হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা উচ্চস্তর থেকে নিম্ন অভিমুখিতার নীতি মেনে চলে।

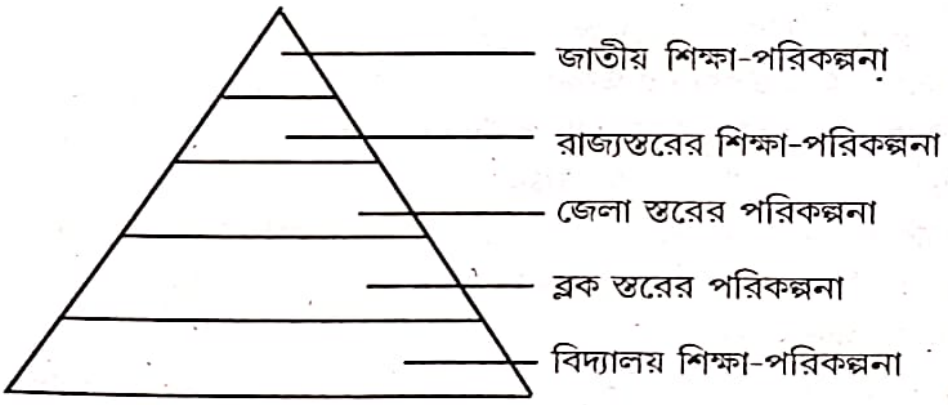

শিক্ষা-পরিকল্পনার পিরামিড

Scanned with CamScanner

এই ব্যবস্থাকে অনেক শিক্ষাবিদ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, যেখানে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে কার্যকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তা সর্বনিম্ন স্তর থেকেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয় নীতি (Integrative Principle) গ্রহণ করা উচিত।

◆ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (What is Institutional planning) :

শিক্ষা-পরিকল্পনার সর্বনিম্ন স্তর হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (Institutional Planning)। এর দ্বারা জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে 1966 সালে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে, বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, যদিও সেগুলি খুবই সীমিত, সেইগুলি উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা ব্যবহার করে বিদ্যালয় উন্নত মানের শিক্ষাদান করতে সক্ষম (Even within its existing resources, however limited they may be, every education institution can do a great deal more, through better planning and harder work, to improve the quality of education they provide)।

উপরোক্ত বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সম্পদ সেটা জড়ও হতে পারে আবার মানবসম্পদও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। এই দুটি বিষয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করতে হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর দ্বারা শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত জড় সম্পদ ও মানবসম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা, তাকেই **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা** (Institutional Planning) বলা হয়ে থাকে।

◆ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of institutional planning) :

(i) *চাহিদার ভিত্তিকতা* ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা সর্বদাই বিদ্যালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়। এই চাহিদা প্রশাসনিক বা শিক্ষাগত দিক থেকে আসতে পারে। যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদা না থাকে তাহলে ওই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা করার কোনো দরকার পড়ে না। সুতরাং চাহিদাভিত্তিকতা হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার মূল বৈশিষ্ট্য।

(ii) *প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ নির্ভরতা* ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচিত হয় শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে, সেই সম্পদ যতই সীমিত হোক না কেন, ওই পরিকল্পনার মাধ্যমেই জড় সম্পদ ও মানবসম্পদগুলিকে সুসামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়।

Scanned with CamScanner

(iii) *সহযোগিতা ভিত্তিকতা* ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের সমস্ত মানবসম্পদের সহযোগিতার দ্বারা রচিত হয়। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

(iv) *লক্ষ্যাভিমুখিতা* ঃ বিদ্যালয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হয় এবং সেই লক্ষ্যগুলি জাতীয় শিক্ষানীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, লক্ষ্যাভিমুখিতা প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

◆ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of institutional plan-ning) :

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা নির্দিষ্ট উদ্দ্যেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়। এখনকার আলোচ্য বিষয় সেইসব উদ্দেশ্যগুলি।

(i) *জড় সম্পদের সদ্‌ব্যবহার (Utilization of material resources)* ঃ জড় সম্পদ বলতে বিদ্যালয়ের গৃহ থেকে শুরু করে পরীক্ষাগার, পাঠাগার, খেলার মাঠ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Teaching aids) ইত্যাদিকে বোঝায়। এইসব জড় সম্পদগুলি সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন করাই হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(ii) *মানবসম্পদের সদ্‌ব্যবহার (Utilization of human resources)* ঃ বিদ্যালয়ে মানবসম্পদ বলতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের বোঝায়। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যেগুলি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য এদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা খুবই প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের সদ্‌ব্যবহার করা প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

(iii) *সামাজিক সম্পদের সদ্‌ব্যবহার (Utilization of community resources)* ঃ আজ একথা সমস্ত শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন যে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সামাজিক সম্পদ (community resource) ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক সম্পদ জড় বা মানব দুই প্রকারেরই হতে পারে। যেমন—বিজ্ঞান কেন্দ্র (science centre) হল একটি জড় সম্পদ এবং সমাজে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন মানব সম্পদ। ওই সম্পদগুলিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

Scanned with CamScanner

তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আর-একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সামাজিক সম্পদকে ব্যবহার করা।

(iv) *সমাজের সঙ্গে সংযোগস্থাপন (Relationship with society)* ঃ অনেক শিক্ষাবিদ স্বীকার করেন যে বিদ্যালয়ের সাফল্যের পিছনে সমাজের একটা বিশেষ অবদান আছে। সেইজন্য বিদ্যালয় এবং সমাজকে পরস্পরের কাছাকাছি আসা প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাতে সমাজ বিদ্যালয়ের আরও নিকটবর্তী হয়। তাই বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আর-একটি উদ্দেশ্য।

(v) *অনুপ্রেরণা সঞ্চার (Inspiration)* ঃ বর্তমান বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক তথা শিক্ষাকর্মীরা একটা কৃত্রিম পরিবেশে যান্ত্রিকভাবে নিজেদের কার্য সম্পাদন করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে একঘেয়েমিতা দেখা দেয় যা বিদ্যালয়ের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। আবার অনেক সৃজনশীল (creative) শিক্ষক আছেন যাঁরা বিদ্যালয়ে তাঁদের সৃজনাত্মক কাজ প্রদর্শন করার ক্ষেত্র খুঁজে পান না। সেইজন্য তাঁদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা খুবই প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষক তথা শিক্ষাকর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। ফলস্বরূপ তাঁরা একঘেয়েমিতা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

(vi) *প্রশাসনিক ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণ (Rigidity of administration)* ঃ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয় যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীর একটা করে নির্দিষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। এই পরিচালন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে হলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল প্রশাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিপুণভাবে কর্ম বণ্টন করা।

যেহেতু প্রতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সাহায্যে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব সেইহেতু এটা রচনার সময় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

◆ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধি (Scope of institutional planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধি যে অনেক বিস্তৃত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করব।

Scanned with CamScanner

● **বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের উন্নতি (Development of school plant) :**

(১) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বিবিধ উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন—পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মধ্যাহ্নভোজনের সাজসরঞ্জাম, চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি।

(২) এর মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন—লাইব্রেরির জন্য পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি।

(৩) এর মাধ্যমে বিদ্যালয় গৃহের যন্ত্রাদি মেরামত করা হয়ে থাকে।

● **শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন (Development of teaching methodology) :**

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে।

(১) বিদ্যালয়ে 'স্কুলছুট' (dropout)-এর একটা কারণ হল শ্রেণি পঠনপাঠনের সঙ্গে কিছু ছাত্রছাত্রীর তাল রেখে চলতে না পারা। সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(২) সমাজে অনেক বিদ্বজ্জন আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের কাজে আসতে পারে। সেইসব অতিথি শিক্ষকদের সাহায্যে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন পরিচালনা করা যেতে পারে।

(৩) শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষকের যথা—ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেসার কোর্স, সামার স্কুল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

● **সহপাঠক্রমিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন (Development of co-curriculum activities) :**

(১) খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা।

(২) বিদ্যালয়ে নতুন নতুন খেলাধুলার অন্তর্ভুক্তিকরণ।

● **সমাজসেবামূলক পরিকল্পনা (Planning for social services) :**

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা।

(২) বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রকল্প যথা—লোকালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা।

(৩) বয়স্ক শিক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া।

◆ **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনা (Drafting of institutional planning) :**

পরিকল্পনা রচনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতে হলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

● **প্রথম ধাপ : চাহিদার তালিকা নির্ণয় (Determination of needs) ঃ**

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হল বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর চাহিদা নির্ণয় করা। এই চাহিদা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে। সেইজন্য বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করার পর চাহিদার তালিকা তৈরি করতে হবে।

(১) বিদ্যালয় গৃহ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রেণিকক্ষ আছে কি না।

(২) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, বেঞ্চ ইত্যাদি বস্তুসামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে কি না।

(৩) বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগার, পাঠাগার আছে কি না।

(৪) লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক, গল্পের বই মজুত আছে কি না।

(৫) বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত আছেন কি না।

(৬) বিদ্যালয়ে ভর্তির পদ্ধতি যথার্থ কি না।

(৭) বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা যথোপযুক্ত কি না।

(৮) বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন পদ্ধতি সঠিক কি না।

(৯) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ আছে কি না।

(১০) বিদ্যালয়ের অফিস সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না।

(১১) বিদ্যালয়ে শৌচাগার আছে কি না, যদি থাকে তাহলে সেগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি না।

(১২) বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কি না।

(১৩) বিদ্যালয়ে ক্যান্টিন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কি না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি চাহিদার তালিকা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

● **দ্বিতীয় ধাপ : সম্পদের সমীক্ষা (Survey of resources) ঃ**

চাহিদার তালিকা তৈরি করার পর বিদ্যালয়ে কী কী সম্পদ আছে, সেটা জড় বা মানব সম্পদ যা হোক না কেন, তা সমীক্ষা করতে হবে। কারণ তার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। কোন্ কোন্ বিষয়গুলি সমীক্ষা করতে হবে তার উপর নজর দেওয়া যাক।

(১) বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত আছেন।

(২) বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র প্রতি বৎসর ভর্তি হয়।

(৩) সমাজে কোনো সম্পদ আছে কি না। যেমন—মিউজিয়াম, বিজ্ঞান কেন্দ্র, জেলা পাঠাগার ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ এবং তাদের অবস্থা জানা থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্প রচনা করা খুবই সহজ হয়। তাই এই পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন।

● **তৃতীয় ধাপ : চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ণয় (Preference of needs) ঃ**

প্রথম ধাপে চাহিদার একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতী ধাপে বিদ্যালয়ে ও সমাজে প্রাপ্ত সম্পদেরও সমীক্ষা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে বিদ্যালয়ের সমস্ত চাহিদাগুলি একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ণয় করা দরকার। কারণ সমস্ত চাহিদাগুলি একসঙ্গে চরিতার্থ করতে গেলে যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন তার সংকুলান করাও বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

● **চতুর্থ ধাপ : পরিকল্পনার খসড়া লিখন (Drafting of plan) ঃ**

এই ধাপে পরিকল্পনাটির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বিদ্যালয়ের চাহিদাগুলে চরিতার্থ করার জন্য সাধারণত দুই ধরনের পরিকল্পনা করা হয়। যথা—দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long term planning) এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (Short-term planning)। কোন্ চাহিদাটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আর কোন্ পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে তা নির্ভর করে সাধারণত দুটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, চাহিদাটি রূপায়িত করতে কত সময়ের প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত তার জন্য কত অর্থ ও শ্রমের প্রয়োজন। যদি অর্থ ও সময় দুটিই বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত করতে হবে। অন্যথায় স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

সার্থক পরিকল্পনা রচনা করতে গেলে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া আবশ্যক।

(১) পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য (Objectives of the plan)।
(২) পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎস (Source of element)।
(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (Responsible persons) ।
(৪) আর্থিক অবস্থা (Financial condition)।
(৫) প্রয়োজনীয় সময় (Time required)।

● **পঞ্চম ধাপ : পরিকল্পনাটির প্রয়োগ (Application of the plan) ঃ**

এই স্তরে পরিকল্পনাটি সঠিকভাবে রচিত হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য পরিকল্পনাটি বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়।

এই ক্ষেত্রে প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে যেন পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের

Scanned with CamScanner

পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি মানবসম্পদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পরিকল্পনা কখনোই সফল হতে পারে না।

● ষষ্ঠ ধাপ : মূল্যায়ন (Evaluation) ঃ

এটি হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার অন্তিম স্তর। এই স্তরে সমগ্র পরিকল্পনাটির মূল্যায়ন করা হয়। কী উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যটি রূপায়িত হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিকল্পনাটি পুরোপুরি সাফল্য পেতে পারে, আংশিকভাবে সফল হতে পারে বা পুরোপুরি ব্যর্থও হতে পারে। যদি পরিকল্পনাটি আংশিকভাবে বা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় তাহলে তার কারণগুলো খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সংশোধনের পর সেটিকে পুনরায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এইভাবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তা পরবর্তী পরিকল্পনাতে সঞ্চালন করা উচিত।

◆প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় সিস্টেম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of system approach in institutional planning) ঃ

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার সময় সিস্টেম পদ্ধতির (system approach) ধারণা প্রয়োগ করা হয়। সিস্টেম পদ্ধতিতে পুরো পরিকল্পনাটিকে একটি তন্ত্র (system) হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পরিকল্পনাটির প্রত্যেকটি অংশকে এক একটি উপাদান (elements) হিসাবে গণ্য করা হয়। এই উপাদানগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি রচনা করে। ওই উপাদানগুলি যদি কোনোটির পরিবর্তন করা হয় তাহলে অন্য উপাদানগুলিও ওই পরিবর্তনের প্রভাবে প্রভাবিত হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি পরিচালিত হয়। এখানে যে-কোনো উপাদানের পরিবর্তন ঘটালে তার প্রভাব অন্য উপাদানগুলির উপরেও পড়ে। ফলে সেখান থেকে একটা ফল (output) পাওয়া যায়। আবার এই ফললব্ধ অভিজ্ঞতাকে (feedback) সিস্টেমের মধ্যে পাঠালে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হবে। একে আত্মসংশোধনের (Auto remediation) প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সিস্টেমটি ব্যাখ্যা করা হল

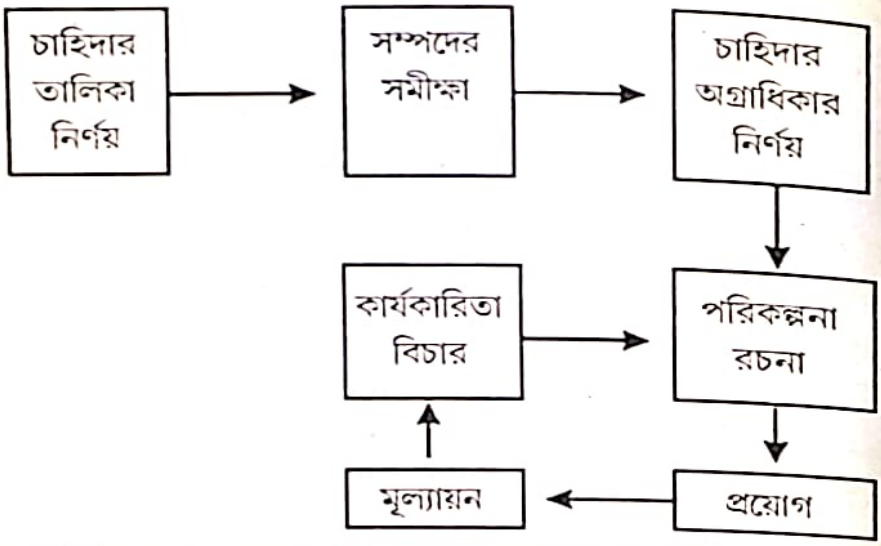

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই ধরনের সামগ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে অবশ্য ভালো ফল পাওয়া যাবে।

◆ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher i institutional planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু না কি দায়িত্ব রয়েছে। এখানে সকলের দায়িত্ব আলোচনা করা সম্ভব হল না। তাই শুধুমা শিক্ষকের ভূমিকাই আমরা এখানে আলোচনা করব।

(i) চাহিদা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে (In the identification of needs) শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগ থাকেন। সেই জন্য তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা সুবি হয়। সেই সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নির্ণয় করাই হ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা। শিক্ষকেরা পরস্পরে সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের চাহিদাগুলি নির্ণয় ক থাকেন।

(ii) সম্পদ সমীক্ষার ক্ষেত্রে (In the analysis of resources) ঃ শিক্ষ বিদ্যালয়ের সমস্তরকম সম্পদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহ করেন এ সেই সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে প্রধান শিক্ষকের নিকট জ করেন।

(iii) পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে (In the case of planning) ঃ পরিকল্প রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রধান শিক্ষককে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে থাকে

Scanned with CamScanner

শিক্ষকের মূল্যবান পরামর্শ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে লাগে।

(iv) *প্রয়োগের ক্ষেত্রে (In the field of application)* ঃ যে-কোনো পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য একটা নির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রয়োজন হয়। শিক্ষক মহাশয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত গাইড লাইন তৈরি করে থাকেন।

(v) *মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (In the case of evaluation)* ঃ এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিক্ষক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়েছে তা বিচার করেন। যদি পরিকল্পনার সফলতা না আসে তাহলে তার পিছনে কী কী কারণ আছে তা খুঁজে বের করেন। এবং সেই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট তৈরি করেন।

◆ অপচয় ও অনুন্নয়ন (Wastage and stagnation) ঃ

অপচয় ও অনুন্নয়ন বর্তমানে বিদ্যালয়গুলির একটি বড়ো সমস্যা। যদিও স্বাধীন ভারতে শিক্ষার সুযোগসুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও দেশের একটা বিরাট অংশ এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্টে যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছেন তা হল অপচয় ও অনুন্নয়ন। এই দুটি ব্যাধি দূর করতে না পারলে সমাজে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সর্বপ্রথম আমরা ওই দুটি ব্যাধির স্বরূপ জানার চেষ্টা করব, আর পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলি দূর করার ব্যাপারে আলোচনা করব।

সাধারণ অর্থে অপচয় বলতে বুঝি, বিনিয়োগের বিনিময়ে যার কোনো প্রত্যাবর্তন মূল্য নেই। অনুন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র কী কী বিনিয়োগ করে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে রাষ্ট্র শ্রম, অর্থ ও অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করে এবং প্রত্যাবর্তন মূল্য হিসাবে ব্যক্তির তথা সমাজের উন্নয়ন প্রত্যাশা করে। রাষ্ট্র এই ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে করে থাকে। বিদ্যালয় বা যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি সুনাগরিক তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপচয় হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাবর্তন মূল্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছে (Wastage is a state or symptoms under which the educational system has failed to give dividend in any or all its aspects)।

Scanned with CamScanner

♦ **অপচয় ও অনুন্নয়নের কারণ (Causes of wastage and stagnation) :**

(i) *আর্থসামাজিক কারণ (Socio-economic reason)* : আমাদের দেশের অনেক পরিবারের আর্থিক পরিকাঠামো এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তারা নিজেদের সন্তানদের শিশু শ্রমিক তৈরি করে তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতেও দ্বিধা বোধ করে না। ফলে তাদের সন্তানেরা হয়তো আদৌ বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে না বা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও কিছুদিনের মধ্যেই 'বিদ্যালয় ছুট' (drop out)-এ পরিণত হতে বাধ্য হয়।

(ii) *অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব (Lack of awareness of parents)* : আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম নয়। তাদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মোটা টাকা রোজগার করে জীবনের বাকি দিনগুলো সচ্ছলভাবে অতিবাহিত করা। এই অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হিসাবে গণ্য করে। পরিবর্তে তাদের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করাকেই শ্রেয় মনে করে।

(iii) *পাঠক্রমের বাস্তববিমুখিনতা (Unrealistic curriculum)* : যদিও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ পাঠক্রমকে বাস্তবমুখী করার কথা বলেছেন তবুও বর্তমান বিদ্যালয়ের পাঠক্রম মোটেই জীবনকেন্দ্রিক নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পায় না। সেইজন্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তাদের কাছে বোঝার মতো মনে হয়। ফলে অবধারিতভাবে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

(iv) *পরীক্ষা ব্যবস্থা (Examination system)* : আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত ওই সময়কাল হল এক বৎসর। অর্থাৎ এক বৎসর যাবৎ যে পরিমাণ পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে তা তিন ঘণ্টার মধ্যে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ, ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ (Mental pressure) তৈরি হয় এবং তাদের মধ্যে পরীক্ষাতঙ্ক (Exam phobia) দেখা দেয়। অনেক ছাত্রছাত্রী সেই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়। এর দরুন শ্রমের অপচয়ও হয়, আবার ছাত্রছাত্রীদের বিকাশও ব্যাহত হয়।

Scanned with CamScanner

◆ অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ভূমিকা (Role of institutional planning in the removal of wastage and stagnation) ঃ

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের ব্যাধিকে সমাজ থেকে দূর করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে হয়তো এই সমস্যা কিছুটা হলেও ফলপ্রসূ হতে পারে।

(i) *অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি (Improvement of level of awareness of Guardians)* ঃ শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের মধ্যে যেসব ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো সর্বপ্রথম দূর করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের সরাসরি যোগাযোগ—যেখানে শিক্ষকরা অভিভাবকদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সময়সূচি নির্ধারণের সময় অবশ্যই অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় বরাদ্দ থাকা উচিত।

(ii) *ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য (Financial help to students)* ঃ পরিবারের আর্থিক অবস্থা অবশ্যই বিদ্যালয়-ছুটের একটা বড়ো কারণ ঠিকই, কিন্তু বিদ্যালয়ের পক্ষে পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিনামূল্যে পুস্তকাদি, সাজপোশাক পায় সেই ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। সেই জন্য অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনার সময় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা উচিত।

(iii) *বিদ্যালয় অবকাশের সময় পরিবর্তন (Sessional schooling)* ঃ সাধারণত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে বর্ষার মরশুমে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা অন্যান্য মরশুমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। কারণ ওই সময় ছাত্রছাত্রীরা চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকে। সেই জন্য পরিকল্পনা মাফিক বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের অবকাশ না দিয়ে বর্ষার সময় ছুটি দিলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয় না।

(iv) *আকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতি (Attractive teaching methodology)* ঃ পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় হলে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হয়। তাই শিক্ষকরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের কর্তব্য। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ওই ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner